

Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.9
Pages	215-218
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা ।। সুকুমার বিশ্বাস ।। প্রকাশক: বাংলা একাডেমী, ঢাকা।। প্র. প্র. ১৯৮৮ ।। মূল্য: দুই শত টাকা।

বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার উৎসকেন্দ্র কলকাতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সূত্রপাত। ঢাকা তথা পূর্ববাংলায় নাটক রচনা ও নাট্যচর্চার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' (১২৭২ বঙ্গাব্দ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ-অঞ্চলে ব্যাপকভাবে নাট্যচর্চা শুরু হয়। ঢাকা শহরের সীমানা ছাড়িয়ে নাটক অতি দ্রুত পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দেশ-বিভাগের পর পূর্ববাংলায় সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমের মতো নাটক ও নাট্যচর্চায়ও আসে নবতর মাত্রা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধ্যান-ধারণার প্রত্যক্ষ-প্রভাবে এ-অঞ্চলের নাটক ও নাট্যচর্চায় সঞ্চারিত হয় নতুন বেগ। শতাব্দীকাল ধরে পূর্ববাংলায় নাট্যচর্চা ও নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ-সংক্রান্ত কোন গবেষণাকর্ম ইতঃপূর্বে আমরা লক্ষ করিনি। বিচ্ছিন্ন কিছু প্রবন্ধ, বিশেষ প্রবণতা নিয়ে রচিত কতিপয় গ্রন্থে এ-বিষয়ে কিছু তথ্য থাকলেও তাতে পূর্ণাঙ্গ কোন ধারণা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ইতিহাস-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা নির্মাণের ক্ষেত্রে, এই অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে, ডক্টর সুকুমার বিশ্বাস পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। তাঁর 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা' শীর্ষক সুবৃহৎ গবেষণা-গ্রন্থটি বাংলাদেশের গবেষণাসাহিত্যের ধারায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

ডক্টর সুকুমার বিশ্বাস তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ কাল-পর্বের বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যচর্চার ইতিহাস। কিন্তু পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে তিনি সাতচল্লিশ-পূর্ব পূর্ববাংলায় নাট্যচর্চার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্মাণ করেছেন। পূর্ববাংলার নাট্যসাহিত্য

ও নাট্যচর্চা বিষয়ে সম্যক ধারণার জন্যে এ-অংশের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। পটভূমি হিসেবে ড. বিশ্বাস বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাস-পর্যালোচনা শেষে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ববাংলায় নাট্যচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি সূত্রাবদ্ধ করেছেন এভাবে-''উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর চার-এর দশক পর্যন্ত নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারায় ছোট-ছোট ভূম্যাধিকারী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী, স্কুলের হেডমাস্টার ও কলেজের অধ্যক্ষ, শহরের প্রভাবশালী উকিল একত্রিত হয়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন- প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন নাট্যসংস্থা- সৃষ্টি করেছেন নাটক। ---অভিনীত নাটকের অধিকাংশ হিন্দুপুরাণ-ভিত্তিক। দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিনীত হয় ঐতিহাসিক নাটক। -- উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর চার-এর দশক পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারায়-কারিগরি, উপস্থাপনা, নাট্যপরিকল্পনা অথবা কৌশলে এবং নাটকের আঙ্গিক-নিরীক্ষায় অভিনবত্ব না থাকলেও ঢাকার নাট্যকার ব্রজগোপাল দাসের রূপক নাটক 'মেশিন ও মানুষ', রণেশ দাশগুপ্তের 'আমন ধান', 'ওরা ঘর বাঁধতে চায়' ইত্যাদির মত সমাজ ও জীবন-চেতনাবাহী নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। (পৃ. ৪৭-৪৯) বস্তুত, সাতচল্লিশ-পূর্ব এই নাট্য-ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই গড়ে ওঠে সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলার নাট্যচর্চা ও নাট্যসাহিত্যের গৌরবময় অধ্যায়।

আলোচ্য-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লেখক ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের কাল-পরিসরে রচিত নাটক ও নাট্যচর্চার ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। তিনি প্রথমে এই কাল-পরিসরের রাজনৈতিক চারিত্র ব্যাখ্যা করেছেন, এবং সে-পটভূমিতে বিবেচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন ঐ-সময়ের নাটক ও নাট্যচর্চার ধারা। বস্তুত, সকল অধ্যায়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন এই যৌক্তিক বিন্যাসে। ফলে তাঁর আলোচনায় সমকালীন রাজনৈতিক বিকাশরেখার সঙ্গে নাট্যচর্চার সম্পর্কটি অবলীলায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রতিটি অধ্যায়েই নাট্যচর্চাকে তিনি দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। গবেষকের ভাষায়- ''সমগ্র পূর্ববাংলার নাট্যচর্চাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা শহর ও শহরতলীকেন্দ্রিক; দুই. পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা ও মফস্বলকেন্দ্রিক। এই বিভাজন-অন্তর্গত নাট্যচর্চার পরিসংখ্যান বিবেচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্যগৌরবসমৃদ্ধ মঞ্চায়ন; দুই. বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাটকগুলো যাঁরা

পরিচালনা করেছেন- মূলত তাঁরাই নাট্যচর্চা ও সাহিত্যসৃষ্টিতে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা; তিন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় মঞ্চস্থ নাটকের অধিকাংশই ঐতিহাসিক, যা প্রধানত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী।" (পৃ. ৭৩)

গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু যথাক্রমে ১৯৫২-১৯৫৭, ১৯৫৮-১৯৬৭ এবং ১৯৬৮-১৯৭১ কালপর্বের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মতোই এ-সব অধ্যায়েও গবেষক বিস্তৃতভাবে জরিপ করেছেন পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নাট্যচর্চার ইতিহাস। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এক কাল-পরিসর থেকে অন্য কাল-পরিসরের নাট্যচর্চার মৌলিক গুণগত পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন সচেতনভাবে। যেমন- ১৯৫২-'৫৭ কাল পর্যায়ে মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক ও মার্ক্সীয় চেতনালালিত যে প্রগতিশীল মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল প্রতিবাদী-উচ্চকণ্ঠ সক্রিয়-কর্মমুখর—যাঁদের আন্তর-গরজ আর আন্তর-প্রেরণায় জীবনধর্মী-শিল্পিত সমাজস্পর্শী নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে—সেই প্রাগ্রসর চেতনালালিত মধ্যবিত্তশ্রেণীই ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে হলেন সংক্ষুব্ধ-সমাজবিমুখ 'জীবন পলাতক' ভিন্ন অভিরুচি আর চেতনার দিক-নির্দেশক। এঁরা কেউ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে, কেউ আঙ্গিক নিরীক্ষায়, কেউ কৌতুকে-রূপকে-অনুবাদে হলেন আত্মমগ্ন। তাই সঙ্গতকারণেই ১৯৫৮-১৯৬৭ কাল পর্যায়ে উল্লিখিত স্বল্প পরিসরের নাট্য-সংবাদে সমাজ-মনস্ক শিল্পিত জীবনধর্মী নাটক মঞ্চায়ন হয়েছে অত্যন্ত সীমিত আকারে।" (পৃ. ২৪৬)

ডক্টর সুকুমার বিশ্বাস নাট্যচর্চার ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে ব্যাপক অধ্যবসায় ও অকুণ্ঠ পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি দেশে প্রাপ্ত সব উৎসকেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধান করেছেন এবং নাটক ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। কেবল তথ্য-অনুসন্ধান ও সঙ্কলন নয়, তথ্য-বিশ্লেষণ ও নাটক-বিবেচনায়ও তাঁর সুগভীর অভিনিবেশ ও প্রাতিস্বিকতা লক্ষ করা যায়। যেমন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'বহিপীর' নাটক বিশ্লেষণে তিনি নির্মাণ করেন এই সত্যস্পর্শী বিবেচনা— "বস্তুত সামন্ত সমাজ-উদ্ভূত মূল্যবোধের সঙ্গে ধনবাদী সমাজের রূপান্তরিত মূল্যবোধের দ্বন্দ্বই এ-নাটকের মূল উৎস। এবং ইতিহাসের ধারা অনুসারে ধনবাদী সমাজ-উদ্ভূত তুলনামূলক উদারতা, মানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন-চর্চা এবং চর্যার প্রতিষ্ঠা যে

অমোঘ, এ–সত্যই 'বহিপীর' নাটকের মূল বক্তব্য। বহিপীর, হাতেম আলী এবং খোদেজা দুর্বলতা, ক্ষুদ্রতা এবং মহত্ত্বে সামন্তযুগের ও মূল্যবোধের প্রতিনিধি; পক্ষান্তরে হাশেম আলী ও তাহেরা নতুন গঠনশীল সমাজব্যবস্থার এবং মূল্যবোধের প্রতিভূ। এই রূপান্তরশীল সমাজ সংঘাতের প্রেক্ষিতে বহিপীর নাটকের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।'' (পৃ. ২৭৭)

'উপসংহার' অংশে ড. বিশ্বাস তাঁর আলোচনার বিস্তৃত ভাষ্য সূত্রাকারে স্ফটিকসংহতভাবে উপস্থাপন করেছেন। পরিশিষ্ট অংশে বাংলাদেশের নাটকের তালিকা সংযোজিত হয়েছে, যা আলোচ্য গ্রন্থের উপযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থের শেষে পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক নাট্যমঞ্চায়নের কতিপয় দুর্লভ চিত্র–সংযোজনও গ্রন্থটির গুরুত্ব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছে।

ডক্টর সুকুমার বিশ্বাস 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফিলসফি উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁর কঠোর পরিশ্রম এবং ইতিহাসনিষ্ঠার দুর্লভ ফসল। বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাট্যসাহিত্য বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন গবেষক যদি কোন গবেষণা করতে আগ্রহী হন, তাহলে ডক্টর বিশ্বাসের এ–গ্রন্থের সাহায্য অবশ্যই তাঁকে নিতে হবে। কেননা, আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটক–বিষয়ক আকর–গ্রন্থ।

বিশ্বজিৎ ঘোষ